



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ১০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
ISSUE-15 27th October 2026 Tuesday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-প্যাপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

শ্রীভূমির সংঘর্ষে আরও চার গ্রেফতার, ধৃত বেড়ে ১৭

শ্রীভূমি : দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গত ২৩ অক্টোবর শ্রীভূমিতে হিন্দুস্তান ক্লাব ও আদরকোনা বিহু দলের সদস্যদের সংঘর্ষে আরও চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ২৫ অক্টোবর তাঁদের ধরা হয়। এর আগে গ্রেফতার ১৩ জন জামিন পেয়েছেন। ফলে নতুন গ্রেফতারের পর মোট ধৃতের সংখ্যা ১৭। পুলিশ সুপার লীনা ডোলের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে মদ্যপ অবস্থায় বচসা থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাতের ইঙ্গিত মিলেছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রমাণ মেলেনি বলেও জানিয়েছেন তিনি। সংঘর্ষে বিহু দলের আট সদস্য-সহ কয়েকজন আহত হন; আহত হন দুই পুলিশকর্মীও। বিহু শিল্পীদের মারধর ও বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ৩০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমার লক্ষ্যে তদন্ত চলছে।

পুজো মিটতেই থমকে হাসপাতাল রোডের সংস্কার

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, দুর্ভোগে শিলচরবাসী

শিলচর : পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের কাজে কিছুটা গতি দেখা গেলেও উৎসব মিটতেই ফের থমকে গিয়েছে কাজ। শিলচরের গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল রোডের সংস্কারকাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকায় দুর্ভোগ বাড়ছে বাসিন্দা, পথচারী ও যানবাহন চালকদের। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। বিশেষ করে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে এই রাস্তার গুরুত্ব অপরিহার্য। ফলে সংস্কারকাজ মাঝপথে থেমে থাকায় সাধারণ যাতায়াতের পাশাপাশি জরুরি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা মেরামতির উদ্যোগে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন

নাগরিকেরা। কিন্তু হাসপাতাল রোডের কাজ শেষ না হওয়ায় সেই আশায় ভাটা পড়েছে। অসমান রাস্তা, ধুলো এবং চলাচলে বাধার কারণে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে।

নাগরিকদের প্রশ্ন, পুজোর আগে যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, উৎসব শেষ হতেই তা কোথায় হারিয়ে গেল? কাজ শুরু করে দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখার কারণ নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

এখন দ্রুত সংস্কারকাজ শেষ করার দাবি উঠছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নাগরিকদের দাবি, বিলম্বের কারণ স্পষ্ট করে কাজ শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হোক। পাশাপাশি রাস্তার গুণমানও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাময়িক মেরামতি নয়, হাসপাতাল রোডের স্থায়ী ও কার্যকর সংস্কারই এখন শিলচরবাসীর প্রত্যাশা।

গোহপুরে খুনের অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে অসম-অরুণাচল সীমান্তে বিক্ষোভ

হলংগিতে পথ অবরোধ, দুই রাজ্যের পুলিশের তল্লাশি

ইটানগর : গোহপুরে শ্যালককে গুলি করে খুনের অভিযোগে অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় অসম-অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী হলংগিতে বিক্ষোভ দেখালেন গোখা সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

বিক্ষোভকারীরা সীমান্তের রাস্তায় অবরোধ গড়ে তুললে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কেনবা কামি (৪২) অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার আলো এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক। তাঁকে খুঁজে বের করতে অসম ও অরুণাচল প্রদেশের পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে।



পাপুম পারে জেলার পুলিশ সুপার তারু গুসার জানিয়েছেন, স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে কেনবা গোহপুরে গিয়েছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় প্রায় ৭টা ১৫ মিনিটে স্ত্রীর বাড়িতে বচসার জেরে এই ঘটনা

ঘটে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত দেশীয় পিস্তল দিয়ে স্ত্রীর এক ভাইকে গুলি করে খুন করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া, দা দিয়ে আরও এক ব্যক্তিকে গুরুতর জখম করেন তিনি। ওই ব্যক্তিও স্ত্রীর ভাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

আহত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ডিব্রুগড়ের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘটনায় গোহপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। কী কারণে এই সংঘর্ষ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভের জেরে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

পুরভোটের আগে দলবদল ঘিরে বিজেপির অন্দরে মতবিরোধ

কলকাতা : পুরভোটের আগে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে দলের অন্দরে মতবিরোধ স্পষ্ট। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রীমতী ভট্টাচার্য 'নো এন্ট্রি' নীতির কথা বললেও, একই সুরে সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানে নীতিগত আপত্তি নেই বলে জানান দিলীপ ঘোষ।



মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ বলেন, রাজনীতিতে আবেগের কোনও জায়গা নেই। কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও আসতে পারেন। তবে দলবদলদের বিজেপির কার্যপদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করা জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দল। এদিকে, পুরসভা পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন প্রাক্তন কাউন্সিলরদের দলে নিয়ে প্রার্থী করার পক্ষে শুভেন্দু অধিকারী-ঘনিষ্ঠদের একাংশ। তাঁদের মতে, পুরসভার কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নির্বাচনে সুবিধা দিতে পারে।

গুয়াহাটির হোটেলে গুলি, মৃত একই পরিবারের চারজন-সহ ৫

সম্পত্তি বিবাদে রক্তক্ষয়ী হামলা, এক ঘণ্টার মধ্যে ধৃত অভিযুক্ত

গুয়াহাটি : সম্পত্তি বিবাদকে কেন্দ্র করে গুলিতে ঝরল পাঁচটি প্রাণ। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের চারজন। সোমবার রাতে গুয়াহাটির বরা সার্ভিস এলাকার বিলাস ইন হোটেলে এই রক্তক্ষয়ী হামলায় আরও এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত পিস্তল।

গুয়াহাটি পুলিশের কমিশনার পার্শ্বসারথি মহন্ত জানান, গুলিচালনায় মোট ছয়জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান,

হোটেলের মালিকপক্ষের সঙ্গে লিজগ্রহীতার সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত।

অসমের বাসিন্দা ঘনকান্ত হোটেলটি লিজে নিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি ভাড়াটে খুনি নন এবং নিহতদের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কও নেই। নিহতদের মধ্যে চারজন একই পরিবারের সদস্য; পঞ্চম ব্যক্তি তাঁদের গ্রামের বাসিন্দা। আহত ব্যক্তিও একই গ্রামের। অভিযুক্তের কাছ থেকে ৩২ ক্যালিবারের পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে বিবাদের প্রকৃত কারণ ও হামলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিহতদের পরিচয়ও যাচাই করা হচ্ছে।

‘মানসিক ভারসাম্য ছিল না’, খাড়েগকে নিশানা মানিক সাহার

আগরতলা : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাবাকে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়েগর কথিত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, তামার মনে হয়েছে, তাঁর মানসিক ভারসাম্য ছিল না। কংগ্রেসের মতো একটি জাতীয় দলের সভাপতির এমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি। যদিও খাড়েগর মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি



তিনি। মানিক সাহা বলেন, এ ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ জানানো উচিত। একই সঙ্গে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে জনস্বার্থের বদলে ক্ষমতা দখলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানোই বিরোধীদের মূল লক্ষ্য। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কোনও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক নীতিও নেই বলে কটাক্ষ করেন তিনি।



সাংবাদিকতার বদলে যাওয়া চেহারা: ঘণ্টা বাঁধবে কে?

সামাজিক মাধ্যম সংবাদ পরিবেশনের পরিসর বাড়িয়েছে, খুলেছে নতুন সম্ভাবনা। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নে পেশাদার সাংবাদিকতা ও কনটেন্ট নির্মাণের ফারাক ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে। সমাধান সরকারি নিয়ন্ত্রণ নয়, পেশাগত মানদণ্ড ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

সাংবাদিকতা আজ এক গভীর পরিবর্তনের মুখে। স্মার্টফোন, মাইক্রোফোন ও ইন্টারনেটের সাহায্যে যে কেউ মুহূর্তে কোনও ঘটনার ছবি, ভিডিও বা বিবরণ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। সামাজিক মাধ্যম তথ্য পরিবেশনের পরিসর বাড়িয়েছে, সামনে এনেছে বহু উপেক্ষিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু এই গণতান্ত্রিকরণের সঙ্গে দেখা দিয়েছে মৌলিক প্রশ্ন; খবর পরিবেশন আর কনটেন্ট নির্মাণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আর সাংবাদিকতার পরিচয় ব্যবহার করে দায়িত্বহীনতার সুযোগ নিলে তার জবাবদিহি নিশ্চিত করবে কে?

সম্প্রতি দিল্লিতে বিক্ষোভের ঘটনাকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিও এই প্রশ্নকে ফের সামনে এনেছে। কয়েক জন কনটেন্ট নির্মাতা নিজেদের সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়ে পুলিশের বাধা ও নিগ্রহের অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিনিময়ে রাজনৈতিক তকমাও উঠে এসেছে। অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। তবে এই ঘটনা স্পষ্ট করেছে, ভাইরাল হওয়া মানেই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া নয়। বিপুল দর্শকসংখ্যাও পেশাগত দক্ষতার মাপকাঠি হতে পারে না।

সাংবাদিকতা কেবল ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো কিংবা বক্তব্য রেকর্ড করে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করার নাম নয়। তথ্য সংগ্রহ, সত্যতা যাচাই, সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ, খবর ও মতামতের পার্থক্য বজায় রাখা এবং ভুল হলে সংশোধন করা; এসবই পেশাটির মৌলিক শর্ত। এই নীতি প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের কর্মী এবং স্বাধীন ডিজিটাল প্রতিবেদক, উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম প্রায়ই চাঞ্চল্যকর ও উত্তেজক বিষয়কে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। ফলে তথ্যের গভীরতা ও নির্ভুলতার বদলে দর্শকসংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা গুরুত্ব পায়। আবার পরিচয়পত্র বিক্রির অভিযোগও সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অর্থের বিনিময়ে পাওয়া পরিচয়পত্র কাউকে সাংবাদিক করে না। তবে এই অজুহাতে সমস্ত স্বাধীন কনটেন্ট নির্মাতাকে সন্দেহের চোখে দেখাও অনুচিত। তাঁদের অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম প্রকাশ্যে আনছেন, উপেক্ষিত মানুষের বক্তব্য তুলে ধরছেন।

সমাধান হিসেবে সরকারি নিয়ন্ত্রণের দাবি বিপজ্জনক হতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। সরকার যদি ঠিক করে দেয়, কে সাংবাদিক হতে পারবেন, তবে সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে দমনের আশঙ্কা থেকেই যায়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি চালানোর কথা, তার হাতেই অবাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় না।

প্রয়োজন সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব উদ্যোগ। সম্পাদক, সাংবাদিক, পেশাগত সংগঠন এবং স্বাধীন ডিজিটাল প্রতিবেদকদের নিয়ে স্বচ্ছ আচরণবিধি তৈরি করতে হবে। তথ্য যাচাই, ভুল সংশোধন, স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ এবং সংবাদ সংগ্রহের সময় দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও হতে হবে সহজ ও নিরপেক্ষ। পাশাপাশি, বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং পুলিশের অযৌক্তিক বাধা থেকে তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে হবে।

প্রচলিত সংবাদমাধ্যমকেও আত্মসমালোচনা করতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন, চাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং যাচাইয়ের আগে খবর প্রকাশের প্রবণতা জনবিশ্বাস নষ্ট করে। অন্যদিকে, স্বাধীন কনটেন্ট নির্মাতাদেরও বুঝতে হবে, প্রভাব যত বাড়বে, দায়িত্ব ততই বাড়বে।

তাহলে ঘণ্টা বাঁধবে কে? উদ্যোগ নিতে হবে সাংবাদিকতার জগতকেই। স্বাধীনতার নামে দায়িত্বহীনতা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি দায়বদ্ধতার অজুহাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণও কাম্য নয়। সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই দুই বিপদের মধ্যে ভারসাম্য রেখে স্বাধীনতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করার উপর।

ইউরোপের নির্বাচনী মহাপর্ব : ট্রাম্পের প্রভাবেই কি বদলাবে মহাদেশের রাজনীতি?

নীলান্ধা ইলঙ্গামুওয়া

ইউরোপের সামনে আসছে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী পর্ব। আগামী এক বছরে একাধিক দেশে ভোটের ফল শুধু সরকার বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; তার প্রভাব পড়তে পারে গোটা মহাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর। প্রতিষ্ঠিত দলগুলির প্রতি জনসমর্থনে ভাটা, জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির বিস্তার এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র নতুন করে আঁকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের আবহে বড় প্রশ্ন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক মডেল কি আটলান্টিক পেরিয়ে ইউরোপের শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী প্রভাব ফেলবে?

২০২৬ সালের ২৯ নভেম্বর স্পেনে নির্বাচন হওয়ার কথা। ২০২৭ সালে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, গ্রিস, স্লোভাকিয়া, এস্টোনিয়া ও ফিনল্যান্ড-সহ একাধিক দেশে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী লড়াই রয়েছে। ইতালিতেও ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ সংসদীয় নির্বাচন হওয়ার কথা, যদিও আগাম ভোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ভোটগুলির ফল নির্ধারণ করতে পারে, ইউরোপীয় দেশগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার পথে এগোবে, নাকি জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আরও বিচ্ছিন্ন অবস্থান নেবে।

ট্রাম্পের রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া, অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংশয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ। ইউরোপের একাধিক জাতীয়তাবাদী ও দক্ষিণপন্থী দলের বক্তব্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলন দেখা যায়। তবে আদর্শগত মিল থাকলেই যে সব দল আমেরিকার নীতি অনুসরণ করবে, তা নয়। নিজস্ব অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থে ওয়াশিংটনের সঙ্গেও তাদের সংঘাত তৈরি হতে পারে।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক এই দ্বৈততার উদাহরণ। অভিবাসন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং রক্ষণশীল রাজনীতির প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে নৈকট্য থাকলেও সরকার পরিচালনার বাস্তবতা আলাদা। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং ইউরোপীয় স্বার্থের প্রশ্নে মার্কিন নীতির সঙ্গে মতবিরোধ তৈরি হলে সেই আদর্শগত ঘনিষ্ঠতার সীমাও স্পষ্ট হবে।

ট্রাম্পের প্রভাবের স্থায়িত্ব বিচার করতে গেলে তাঁর বর্তমান শাসনকালেই আটকে থাকলে চলবে না। রাজনৈতিক ভাষা, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের ধারণা, বিরোধীদের প্রতি শাসকের আচরণ এবং জাতীয়তাবাদের গ্রহণযোগ্যতা; এই ক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ইউরোপের নির্বাচনে তাই শুধু ট্রাম্পপন্থী নেতাদের সাফল্য নয়, তাঁর রাজনৈতিক বয়ান কতটা মূলধারায় প্রবেশ করছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

স্পেনে রক্ষণশীল পিপলস পার্টি ও জাতীয়তাবাদী ভক্তের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের লড়াই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ফ্রান্সের ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে অভিবাসন, সরকারি ব্যয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ এবং ইউক্রেনকে সহায়তার প্রশ্ন নির্বাচনী বিতর্কের কেন্দ্রে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পোল্যান্ডে সংসদীয় নির্বাচন জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও ইউরোপীয় সহযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য নির্ধারণে ভূমিকা নেবে। অন্য দেশগুলির ভোটও মহাদেশের রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল, ইউরোপের মধ্য-ডানপন্থী দলগুলির একাংশ এখন কটর দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতায় আগের তুলনায় বেশি আগ্রহী। একসময় যে রাজনৈতিক দৃষ্টি বজায় রেখে এই দলগুলিকে ক্ষমতার বাইরে রাখার চেষ্টা করা হত, তা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে জাতীয়তাবাদী দলগুলির নীতি ও রাজনৈতিক ভাষা মূলধারার রাজনীতিতে আরও বেশি জায়গা করে নিতে পারে। তবে এই উত্থানের পিছনে শুধু মতাদর্শ কাজ করছে না। জীবনযাত্রার ব্যয়, অভিবাসন

নিয়ে উদ্বেগ, শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিষ্ঠিত দলগুলির প্রতি অনাস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে প্রচলিত রাজনৈতিক শক্তিগুলির পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা কঠিন হবে।

ইউরোপের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চিনের পণ্যবাণিজ্যের ঘটতি ২০২৫ সালে প্রায় ৩৬০ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছিল বলে ইউরোপীয় সংসদের গবেষণায় উদ্ধৃত পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি, সৌরপ্রযুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে চিনের প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় উৎপাদকদের উপর চাপ বাড়চ্ছে। ইউরোপকে তাই নিজস্ব শিল্প ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা রক্ষা করতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে চিনের সঙ্গে ব্যয়বহুল বাণিজ্যযুদ্ধ এড়ানো এবং পরিবেশবান্ধব শক্তিতে রূপান্তরের খরচ নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। কৌশলগত স্বনির্ভরতার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্পে বিনিয়োগও প্রয়োজন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০২৮-২০৩৪ সালের বাজেট নিয়েও মতপার্থক্য বাড়ছে। কৃষি, আঞ্চলিক উন্নয়ন, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও প্রতিরক্ষার মধ্যে অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নে সদস্য দেশগুলির ঐকমত্য তৈরি করা কঠিন। একদিকে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানো এবং ইউক্রেনকে সহায়তা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, অন্যদিকে সেই ব্যয়ের বোঝা কে বহন করবে, তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে।

ফ্রান্স ইউরোপীয় স্তরে নতুন রাজস্বের উৎস তৈরির পক্ষে। জার্মানি-সহ কয়েকটি দেশ ব্যয়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চায়। আবার আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের তহবিলের উপর নির্ভরশীল দেশগুলি বরাদ্দ কমানোর বিরোধিতা করছে। এই বিরোধ কেবল অর্থের অঙ্ক নিয়ে নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইউরোপীয় সহযোগিতার ভবিষ্যৎ। ফ্রান্সের ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মেরিন ল্য পেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতি শক্তিশালী হলে ইউনিয়নের আর্থিক অবদান, ইউক্রেনকে সহায়তা এবং যৌথ নীতিনির্ধারণ নিয়ে সংঘাত বাড়তে পারে। ফ্রান্স ইউরোপীয় প্রকল্পের অন্যতম প্রধান সদস্য। ফলে প্যারিসের অবস্থানে বড় পরিবর্তন এলে তার প্রভাব গোটা ইউনিয়নের উপর পড়বে।

ইউক্রেনের যুদ্ধও ইউরোপীয় ঐক্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। সামরিক সহায়তা, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির শর্ত নিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হলে কিয়েভের অবস্থান আরও কঠিন হতে পারে। ইউরোপের আশঙ্কা, আমেরিকার সঙ্গে নিরাপত্তাগত ঐক্য দুর্বল হলে রাশিয়ার কৌশলগত সুবিধা বাড়বে। একই সময়ে ইউরোপীয় দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিভাজন সন্মিলিত নিরাপত্তানীতি বজায় রাখার ক্ষমতাকেও দুর্বল করতে পারে।

আসন্ন নির্বাচন মানেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবশ্যম্ভাবী ভাঙন; এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণ নেই। জাতীয়তাবাদী দলগুলি ক্ষমতায় এলে প্রশাসনের বাস্তব সীমাবদ্ধতার মুখে তাদের অবস্থান বদলাতেও পারে। মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সরকার যৌথ স্বার্থে সহযোগিতা বজায় রাখতে পারে। তবে বিপদটি ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক ক্ষয়ে। যৌথ নীতি নির্ধারণ কঠিন হবে, বাজেট নিয়ে বিরোধ অভ্যন্তরীণ রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠবে এবং জাতীয় সরকারগুলি নিজেদের নির্বাচনী স্বার্থে ইউরোপীয় দায়বদ্ধতাকে গোঁণ করে দেখতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলি অক্ষত থাকলেও সন্মিলিতভাবে কাজ করার সদিচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আত্মসমালোচনাও জরুরি। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক আত্মতুষ্টি এবং জনসাধারণের উদ্বেগকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠিত দলগুলির প্রতি আস্থা কমেছে। তাই সব দায় বাইরের রাজনৈতিক প্রভাবের উপর চাপিয়ে দিলে সমস্যার মূল কারণ আড়ালেই থেকে যাবে।

এফএনটিএ বিল ও পর্যটকদের প্রবেশে ছাড় নিয়ে শাহর সঙ্গে বৈঠক নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

কোহিমা : নাগাল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলের ছয়টি জেলার জন্য প্রস্তাবিত ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি (এফএনটিএ) গঠন এবং বিদেশি পর্যটকদের প্রবেশ সংক্রান্ত বিধি শিথিল করার বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। এফএনটিএ বিল, ২০২৬-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর এই বৈঠককে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে রিও জানান, এফএনটিএ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতার জন্য তিনি অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বৈঠকে নাগাল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকা প্রবেশ অনুমতি বা প্রোটেক্টেড এরিয়া পারমিট (পিএপি) ব্যবস্থার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।



রিওর কথায়, পিএপি সংক্রান্ত বিধি শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তবে কী ধরনের ছাড় দেওয়া হতে পারে, কোন কোন এলাকায় তা কার্যকর হবে কিংবা কবে থেকে নতুন ব্যবস্থা চালু হতে পারে, সে সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি। এফএনটিএ গঠনের দাবি

দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও)। সংগঠনটির দাবির কেন্দ্রে রয়েছে নাগাল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলের ছয়টি জেলা; মোন, তুয়েনসাং, কিফিরে, লংলেং, নোকলাক ও শামাতোর। উন্নয়নের অসম বণ্টন, প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের অভিযোগ তুলে এই জেলাগুলির জন্য পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে সংগঠনটি। প্রস্তাবিত এফএনটিএ সেই দাবির প্রেক্ষিতেই সামনে এসেছে।

বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর এখন এই কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক কাঠামো, ক্ষমতা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কীভাবে এগোবে, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বৈঠকে এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিয়ে কী কী নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

দুবাই যাচ্ছে অসমের ২.৫৮ কোটির আগর কাঠ, রফতানির নতুন বাজারের সন্ধানে রাজ্য

গুয়াহাটি : আন্তর্জাতিক বাজারে অসমের আগর কাঠের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবার দুবাইয়ে রফতানি হতে চলেছে ১২৩ কেজি আগর কাঠের টুকরো। এই চালানোর ঘোষিত বাজারমূল্য ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই রফতানি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চালানে থাকা আগর কাঠের টুকরোগুলি উৎপাদিত হয়েছে গোলাঘাট জেলায়। রফতানির দায়িত্বে রয়েছে এমজেআই গ্রুপ। অসম সরকারের বাণিজ্য ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগ দফতরের সমন্বয়ে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আগর কাঠ অসমের অন্যতম মূল্যবান বনজ সম্পদ। সুগন্ধি, আতর এবং বিভিন্ন সুগন্ধি পণ্য তৈরিতে এই কাঠের ব্যবহার রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের উৎপাদকদের জন্য বিদেশে নতুন বাজার তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।

১২৩ কেজি আগর কাঠের এই চালান সেই উদ্যোগেরই অংশ। এর মাধ্যমে অসমের আগর শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা এবং রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তবে চালানটি কবে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, কোন পথে তা পাঠানো হবে এবং বিদেশি ক্রেতার সঙ্গে চুক্তির বিস্তারিত কী; সে বিষয়ে ঘোষণায় কোনও তথ্য জানানো হয়নি।

আগর কাঠের রফতানি বাড়লে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ তৈরি হতে পারে।

হোটলে গুলিচালনার ঘটনায় হিমন্ত সরকারকে নিশানা গৌরব গগৈয়ের

গুয়াহাটি : গুয়াহাটির উলুবাড়ি এলাকার বিলাস ইন হোটলে গুলিচালনায় পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় অসমের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ। মঙ্গলবার



সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দায়িত্ব নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। শহরে অপরাধের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রূপে সরকারকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

গগৈ তাঁর পোস্টে লেখেন, এই ঘটনা গুয়াহাটিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, বাড়তে থাকা অপরাধের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং আরও মনোযোগ দিতে হবে। দোষীদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের

ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপের দাবিও তুলেছেন তিনি। সোমবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ উলুবাড়ির বিলাস ইন হোটলে গুলিচালনার ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত

হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। ঘটনায় অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গুয়াহাটি পুলিশের কমিশনার পার্থসারথি মহন্ত জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে হোটেলটির লিজ চুক্তি ঘিরে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদকে গুলিচালনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং হামলার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে।

পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় একদিকে যখন পুলিশ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে শহরের নিরাপত্তা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। তদন্তের ফলাফল এবং সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর।

চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে পাম চাষের অনুমতি অসমে

পাঁচ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৫ হাজার হেক্টর

গুয়াহাটি : চা-বাগানের অব্যবহৃত জমির সর্বোচ্চ ৫ শতাংশে তেল উৎপাদনকারী পাম চাষের অনুমতি দিল অসম সরকার। উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন বাড়ানো, কৃষকদের আয়ের নতুন পথ তৈরি এবং ভোজ্যতেল আমদানির উপর দেশের নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে ১৫ হাজার হেক্টর জমিকে পাম চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার।

সোমবার, ২৬ অক্টোবর গুয়াহাটিতে কৃষি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত পাম চাষ সংক্রান্ত এক আলোচনাসভায় এই পরিকল্পনার কথা জানান কৃষিমন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিকে কাজে লাগিয়ে বিকল্প ফসল উৎপাদন এবং কৃষি থেকে আয় বাড়ানোর উপর জোর দেন তিনি।

পাম চাষের জল ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ে যে সংশয় রয়েছে, তা দূর করার চেষ্টা করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই ফসলের জলের চাহিদা ধান চাষের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা নয়। দেশে ভোজ্যতেলের উৎপাদন বাড়ানো গেলে আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে এবং তার অর্থনৈতিক সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছবে বলেও মত তাঁর।



সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছরে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে পাম চাষের পাশাপাশি লিচু, ড্রাগন ফল এবং সুপারি চাষেও উৎসাহ দেওয়া হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বরাক উপত্যকাকে।

আগামী বছর থেকে রাজ্যজুড়ে প্রতি বছর পাঁচ কোটি উদ্যানজাত চারাগাছ বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে কৃষি দফতরের। চা-বাগান কর্তৃপক্ষকে পাম চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য অঙ্কপ্রদেশ ও অরুণাচল প্রদেশে পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করা হবে। পাম চাষের মাধ্যমে প্রতি বিঘায় সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন কৃষিমন্ত্রী।

বিহু নৃত্যদলের উপর হামলার পাঁচ হুঁশিয়ারি প্রাক্তন আলফা এক্য মঞ্চের

শিলচর : শ্রীভূমিতে বিহু নৃত্যদলের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আগামী বছর দুর্গাপূজায় পাঁচ আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রাক্তন আলফা এক্য মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক মনোজিৎ গোহাই। তাঁর দাবি, বিহুর উপর আক্রমণ আসলে অসমীয়া জাতির স্বাভিমানের উপর আঘাত। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান তিনি।

রবিবার শিলচরে মঞ্চের বরাক উপত্যকা জোনাল কমিটি গঠনের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন মনোজিৎ। তাঁর বক্তব্য, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে সমন্বয়ের পক্ষে তাঁরা। কিন্তু অসমীয়া সংস্কৃতির উপর বারবার আঘাত এলে নীরব থাকবেন না। পরিস্থিতি এমন দিকে এগোলে আগামী বছর দুর্গাপূজায় হামলা চালানো হতে পারে বলেও হুমকি দেন তিনি। এর দায় সরকারের উপর বর্তাবে বলে মন্তব্য করেন মনোজিৎ। একই সঙ্গে অসমে বসবাসকারী সকলকে অসমীয়া সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মণিপুরে পিএলএ সদস্য গ্রেফতার, উদ্ধার অস্ত্র ও হেরোইন

ইম্ফল : মণিপুরে তিনটি পৃথক অভিযানে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার, বিপুল অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার এবং ২০৮ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব ও বিষ্ণুপুর জেলায় অভিযানগুলি চালানো হয়।

২৫ অক্টোবর ইম্ফল পশ্চিমের উরিপোক পাঞ্চাই মানিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬১ বছর বয়সি তৌরংবাম অরুণবাবু সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশের বিশেষ কমান্ডো বাহিনী। পুলিশের দাবি, তিনি পিএলএ-র সক্রিয় সদস্য।

পরদিন ইম্ফল পূর্বের বংবল খোলেনের পাদদেশে সিআরপিএফ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড, গোলাবারুদ এবং চারটি বেতার সেট উদ্ধার হয়। বাজেয়াপ্ত সামগ্রী তদন্তের জন্য থৌবল ডাম থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ২৪ অক্টোবর বিষ্ণুপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ২০৮ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন-সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের নাম মহম্মদ ওয়াহাজউদ্দিন (১৯) ও শেনাজ (২৫)। তাঁদের গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তিনটি ঘটনায় তদন্ত চলছে।

ইরানের সঙ্গে বৈঠকে ‘মুসলিম ন্যাটো’, যুদ্ধ থামাতে পারবেন মুনির?



ইসলামাবাদ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আগুন নেভাতে ফের কূটনৈতিক তৎপরতা। সোমবার ইরানের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক। মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী এই তিন দেশকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে ‘মুসলিম ন্যাটো’ হিসেবে পরিচিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার কাঠামো। বৈঠকে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে প্রশ্ন উঠছে, নিজেদের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত সামলাতে ব্যর্থ এই জোট আদৌ ইরান যুদ্ধের জট কাটাতে পারবে কি না।

ইরানকে ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই সৌদি আরবের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথিরা। অভিযোগ, গত কয়েক সপ্তাহে বিমানবন্দর ও তেলঘাঁটি-সহ সৌদির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালিয়েছে তারা। এর জেরে সৌদির নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর পিছিয়ে যাওয়ার খবরও সামনে এসেছে। দাবি করা হচ্ছে, সৌদির জন্য পাঠানো কিছু মার্কিন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম হাউথিদের হাতে পৌঁছেছে। যদিও এই দাবিগুলির স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির মূল বক্তব্য,

কোনও স্বাক্ষরকারী দেশের উপর হামলা হলে অন্য দুই দেশও সেটিকে নিজেদের উপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করবে। সেই হিসেবে সৌদির পাশে দাঁড়ানোর কথা পাকিস্তান ও তুরস্কের। কিন্তু হাউথি হামলার মুখে দুই দেশের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়নি। ফলে চুক্তির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে বৈঠককে সংঘাত প্রশমনের পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে গত জুনে কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় অন্তর্বর্তী শান্তি সমঝোতা হয়েছিল বলে দাবি। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফের সংঘাত শুরু হয়। এরপর একাধিকবার আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। সম্প্রতি ইরানি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মুনির। তবে তেহরানের অবস্থান, তাদের দাবি পূরণ না হলে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসবে না তারা।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, কূটনৈতিক উদ্যোগ সফল করতে হলে তিন দেশকে নিজেদের প্রতিরক্ষা সমীকরণের বাইরে গিয়ে ইরানের সঙ্গে আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শুধু বৈঠক নয়, সংঘাতের মূল কারণগুলির সমাধানই স্থায়ী শান্তির পথ খুলতে পারে।

চিনা দখলদারির ভূয়ো ভিডিও ছড়িয়ে সেনার ভাবমূর্তি নষ্টের অভিযোগ, কংগ্রেসকে ক্ষমা চাইতে বললেন রিজিজু

নয়াদিল্লি : অরুণাচল প্রদেশের একাংশ চিন দখল করে নিয়েছে! এমনই বিস্ফোরক দাবি তুলে বিতর্কে জড়াল কংগ্রেস। তবে সেনার তরফে দাবি খারিজ করে জানানো হয়েছে, সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এবার এই ইস্যুতে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ কিরেণ রিজিজু। তাঁর দাবি, ভূয়ো খবর ছড়ানোর জন্য গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কংগ্রেসকে।

বিহার কংগ্রেসের মুখপাত্র ঋতু চৌধুরি মঙ্গলবার একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেন, ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে চিনা গাড়ি। তাঁর অভিযোগ, অরুণাচল প্রদেশের ওই এলাকা চিন দখল করে নিয়েছে। কংগ্রেসের আর এক কর্মীর দাবি, অরুণাচল প্রদেশে মোতায়েন ভারতীয় সেনার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এমনকি জওয়ানদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছতেও



বাধা দিচ্ছে চিন।

তবে মঙ্গলবার ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়, সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি আসলে ভারত-চিন সীমান্তের একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রের। সিকিমের নাথু লা গিরিপথ সংলগ্ন ওই এলাকায় বৈধভাবেই দুই দেশের ব্যবসায়ীরা গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করেন। পাশাপাশি, আরও একটি ভাইরাল ভিডিও নিয়ে সতর্ক করেছে সেনা। তাদের দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সাহায্যে ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবরের একটি ফুটেজ বিকৃত করে ছড়ানো হচ্ছে। ওই ফুটেজে জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এক সেনাকর্তা। সেই ভিডিওকেই বদলে দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রিজিজু। তাঁর অভিযোগ, এআই দিয়ে বিকৃত ভিডিও ছড়িয়ে সেনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

কর্নাটকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, বাদ পড়ল ১ কোটি নাম!

বেঙ্গালুরু : কর্ণাটকে প্রকাশিত হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার পর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ৯৯.৩২ লক্ষ নাম। নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ৮.৬৪ লক্ষ ভোটার। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ১১ জন। আগে এই সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৩১৪।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক তালিকা প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ভোটার অনুসন্ধান পোর্টালেও নাম যাচাই করা যাবে।

‘সব স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা চাই’, রাষ্ট্রসংঘে সংস্কারের দাবিতে সরব ভারত

নয়াদিল্লি : রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমূল সংস্কারের দাবি জানিয়ে ফের সরব হল ভারত। নতুন করে গঠিত নিরাপত্তা পরিষদের সব স্থায়ী সদস্যকে সমান অধিকার ও দায়িত্বের পাশাপাশি ভেটো ক্ষমতা



দেওয়ার দাবি তুলেছে নয়াদিল্লি। ভেটো ক্ষমতাহীন বা সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী সদস্যের পৃথক শ্রেণি তৈরির প্রস্তাবও খারিজ করেছে ভারত। দিল্লির বক্তব্য, এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার ভারসাম্যে মৌলিক কোনও পরিবর্তন আসবে না। বরং বর্তমান পাঁচ স্থায়ী সদস্যের আধিপত্যই বজায় থাকবে।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের রাষ্ট্রদূত পার্থনেনি হরিশ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্ট করেন, ভেটো ক্ষমতা যত দিন বহাল থাকবে, সংস্কার করা পরিষদের সব স্থায়ী সদস্যকেই সেই ক্ষমতা দিতে হবে। তাঁর কথায়, ভেটো ক্ষমতা ছাড়া নতুন স্থায়ী সদস্যের শ্রেণি তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি কার্যত রাষ্ট্রসংঘে ‘দ্বিতীয় শ্রেণির’ সদস্য হয়ে থাকবে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না।

ভেটো ক্ষমতার যথেষ্ট প্রয়োগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। তাঁর মতে, এই ক্ষমতা সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ভেটোর ব্যবহার নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে। ভারতের বক্তব্য, নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব আটকে দেওয়ার জন্য

বারবার ভেটো প্রয়োগের ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ভারতের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, নিরাপত্তা পরিষদে ২০০টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মোট ৩৩১ বার ভেটো প্রয়োগ করা হয়েছে।

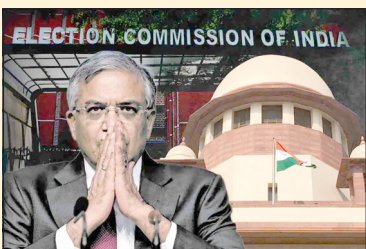
১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমানে ১৫টি সদস্য দেশ রয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য পাঁচটি; চিন, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন। বাকি ১০টি আসনে দুই বছরের মেয়াদে নির্বাচিত অস্থায়ী সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছে ভারত। নয়াদিল্লির যুক্তি, একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা ও শক্তির ভারসাম্য প্রতিফলিত করতে পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়ানো জরুরি। স্থায়ী সদস্যপদের অন্যতম দাবিদার ভারত মনে করে, শুধু অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী; উভয় ক্ষেত্রেই সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করলেই প্রকৃত সংস্কার সম্ভব।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি জ্ঞানেশের, ১৭ নভেম্বর ফের শুনানি

নয়াদিল্লি : এসআইআর, ভোটার তালিকায় নাম তোলার ফর্ম ৬-এ পরিবর্তন এবং একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ-সহ একাধিক অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির শুনানি আপাতত স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি শুরু হয়। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কমিশনের আইনজীবীদের হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য দু’সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ নভেম্বর ফের মামলাগুলির শুনানি হওয়ার কথা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যপদ্ধতি এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ফর্মে পরিবর্তন আনার অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়ে। মামলাগুলি



একত্রিত করে মঙ্গলবার শুনানি হয়। এর আগে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি হলফনামা জমা দেওয়া হয়।

হলফনামায় কমিশন দাবি করেছে, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে একটি সংবাদ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মতামত, পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রশ্নগুলি বিবেচনা করা হয়। ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারদের মতামতও গুরুত্ব পায়। মঙ্গলবার শুনানিতে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ফর্ম ৬-সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপন করেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। পাল্টা কমিশনের আইনজীবী জানান, এই বিষয়ে সওয়াল মামলার মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছে।

অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্য : অতীতকে জানার জানালা, ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ জরুরি

রঞ্জন কে বড়ুয়া

মানুষের ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না। পুরনো চলচ্চিত্রের দৃশ্য, বেতারের কণ্ঠস্বর, টেলিভিশনের সংরক্ষিত অনুষ্ঠান কিংবা বহু বছর আগের কোনও শব্দ-রেকর্ডিংও অতীতের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠতে পারে। একটি সময়ের মানুষের জীবনযাপন, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক ও চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে এই অডিও-ভিস্যুয়াল উপাদানগুলিতে। অথচ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল এই অমূল্য সম্পদগুলির অনেকটাই আজ হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে। সেই বিপদের কথা মনে করিয়ে দিতেই প্রতি বছর ২৭ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্য দিবস।

প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে মানুষের তৈরি সাংস্কৃতিক সম্পদ; সবকিছুর সংরক্ষণই মানবসভ্যতার অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যের কিছু অংশ দৃশ্যমান, যেমন ঐতিহাসিক স্থাপত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। আবার কিছু সম্পদ অদৃশ্য হলেও সমান মূল্যবান। মানুষের কণ্ঠস্বর, লোকসংগীত, ঐতিহাসিক ভাষণ, চলচ্চিত্র এবং সম্প্রচারের রেকর্ডিং সেই অমূল্য সম্পদেরই অংশ। এগুলি হারিয়ে গেলে শুধু একটি রেকর্ড নষ্ট হয় না, হারিয়ে যায় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যও।

মুদ্রিত বই বা নথি যথাযথ পরিবেশে বহু বছর ধরে পাঠযোগ্য থাকতে পারে। কিন্তু অডিও-ভিস্যুয়াল উপাদানের ক্ষেত্রে বিপদ অনেক বেশি। পুরনো ফিল্মের



ফিতা নষ্ট হতে পারে, চৌম্বকীয় মাধ্যমে সংরক্ষিত শব্দ ও ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আবার পুরনো যন্ত্রাংশ বা প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি অপ্রচলিত হয়ে পড়লে সংরক্ষিত তথ্য উদ্ধার করাও কঠিন হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের বাহক অক্ষত থাকলেও তা পড়ার বা চালানোর উপযুক্ত যন্ত্র আর পাওয়া যায় না।

এই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুরনো রেকর্ডিং ও চলচ্চিত্রকে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তর করে রাখা গেলে সেগুলির আয়ু বাড়ানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়। তবে শুধু ডিজিটাল কপি তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, নির্ভরযোগ্য সংরক্ষণব্যবস্থা, তথ্যের নিরাপত্তা এবং সময়ের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

এ বছরের বিশ্ব অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্য দিবসের প্রতিপাদ্য, ‘ইওর উইন্ডো টু দ্য ওয়ার্ল্ড’; অর্থাৎ ‘বিশ্বকে দেখার জানালা’। এই ভাবনার মধ্যেই রয়েছে অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্যের মূল গুরুত্ব। বিশ্বের বিভিন্ন

প্রান্তের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এই সংরক্ষিত উপাদানগুলি। যে সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সরাসরি পরিচয় নেই, তাদের ইতিহাস ও জীবনযাত্রা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায় পুরনো ছবি, গান, চলচ্চিত্র কিংবা সম্প্রচারের মাধ্যমে।

এগুলি কেবল অতীতের স্মৃতিচিহ্ন নয়; বর্তমানকে বোঝারও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার ভিডিও, কোনও শিল্পীর পুরনো পরিবেশনা কিংবা বিলুপ্তপ্রায় ভাষায় রেকর্ড করা লোককথা গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের কাছে সমান মূল্যবান। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নথিভুক্ত রাখার ক্ষেত্রেও অডিও-ভিস্যুয়াল আর্কাইভের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো বহু ভাষা, জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির অঞ্চলে এই ধরনের সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিমিত।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকসংগীত, মৌখিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ভাষা, ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান ও প্রবীণদের স্মৃতিচারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। আজ যে ভাষা বা লোকসংস্কৃতি বিপন্ন, তার পুরনো রেকর্ডিংই আগামী দিনে গবেষণা ও পুনরুজ্জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

১৯৮০ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে চলমান চিত্র সংরক্ষণ ও সুরক্ষার বিষয়ে একটি সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের স্মরণেই বিশ্ব অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্য দিবস পালনের সূচনা। দিনটি শুধু ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরার উপলক্ষ নয়, বরং বিভিন্ন দেশের সংরক্ষণনীতি, প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি এবং সাধারণ মানুষের কাছে নথি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ পর্যালোচনারও সুযোগ।

২০১৫ সালে ইউনেস্কো তথ্যভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল মাধ্যম-সহ বিভিন্ন আকারে সেই ঐতিহ্যে মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে একটি সুপারিশ গ্রহণ করে। এর লক্ষ্য, গুরুত্বপূর্ণ নথি ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে দীর্ঘমেয়াদে সুরক্ষিত রাখা এবং সেগুলির ব্যবহার ও গবেষণার সুযোগ বাড়ানো।

ইউনেস্কোর নিজস্ব আর্কাইভেও ‘ডিজিটাইজিং আওয়ার শেরার্ড ইউনেস্কো হিস্ট্রি’ নামে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, সংস্থার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি

ও উপাদানকে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করা এবং সেগুলিতে প্রবেশাধিকার সহজ করা। ভারতেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল কালচারাল অডিও-ভিস্যুয়াল আর্কাইভের লক্ষ্য, দেশের বিরল ও বিপন্ন সাংস্কৃতিক অডিও-ভিস্যুয়াল রেকর্ডিং সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মাধ্যমে উপলব্ধ করা।

কর্নাটকের হাস্পিতে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরকে আরও আধুনিক করে তুলতে অ্যাপ-ভিত্তিক ভার্চুয়াল মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। ন্যাশনাল কালচারাল ফাউন্ডার অধীনে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রযুক্তির সাহায্যে ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে জানার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২০২৫ সালে চালু হওয়া জ্ঞান ভারতম মিশনের লক্ষ্য ভারতের পাণ্ডুলিপি-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন এবং সেগুলির নাগাল বাড়ানো। অন্যদিকে, সংস্কৃতি মন্ত্রক সি-ডাকের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় তৈরি জটন সফটওয়্যারের মাধ্যমে জাদুঘরের সংগ্রহ ও আর্কাইভের তথ্য ডিজিটাল করার কাজ করছে।

অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান, জাদুঘর বা আর্কাইভের নয়। স্থানীয় সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষেরও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাড়িতে থাকা পুরনো অডিও ক্যাসেট, পারিবারিক চলচ্চিত্র, বিরল আলোকচিত্র কিংবা স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনার রেকর্ডিংও বৃহত্তর ইতিহাসের মূল্যবান অংশ হতে পারে। সেগুলির যথাযথ পরিচিতি, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো ডিজিটাল রূপান্তর ভবিষ্যতের গবেষণায় সাহায্য করতে পারে।

তবে ডিজিটাল সংরক্ষণের পাশাপাশি কপিরাইট, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মূল নথির সত্যতা এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্মতির বিষয়গুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। ঐতিহ্য সংরক্ষণের অর্থ শুধু তথ্য জমা করে রাখা নয়; তার প্রেক্ষাপট বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীলভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সমান জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সংঘাত, অবহেলা এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষার চ্যালেঞ্জ আরও বেড়েছে। অডিও-ভিস্যুয়াল ঐতিহ্য অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন তৈরি করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিজেদের ইতিহাস ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার সুযোগ দেয়।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions

Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

